দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C75

শিক্ষাঙ্গন

অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাজেই শিক্ষার উন্নতির জন্য সবারই সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারো উপর কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ালে সে কাজটি যেমন ভালভাবে সম্পন্ন হয় না, তেমনি শুধু শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব দিয়ে কোন অভিভাবক তার সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করেত পারেন না।

একজন ছাত্র ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকদের থেকে অভিভাবকদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে আর প্রাইভেট টিউটর রেখে মনে করেন তাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ। তা নেহায়েত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার অনেক অভিভাবক মনে করেন, সন্তানদের ভরণ-পোষণ করাই তার প্রধান দায়িত্ব, পড়ালেখার অগ্রগতি দেখা তার দায়িত্ব নয়। একজন অভিভাবক তার সন্তান থেকে যতটুকু দূরে সরে যাবেন সন্তানও লেখাপড়া থেকে ততটুকু সরে যাবে। অভিভাবকদের খোঁজ-খবর শুধু সন্তানদেরই উৎসাহ যোগায় না এটি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকদেরও মনোযোগী ও উৎসাহী করে তোলে। একজন অভিভাবকের অবহেলার ফলে এটকি সন্তান চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

প্রতিটি অভিভাবকের উচিৎ সপ্তাহান্তে অন্তত একবার বা দু'বার শিক্ষকদের সাথে দেখা করে তার সন্তানদের পড়ালেখার অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া। প্রতিদিন তাদেরকে পড়ালেখা করানোও তাদের দায়িত্ব। অভিভাবকদের উচিত প্রতিদিন ২/১ ঘন্টা করে পড়ালেখা সম্বন্ধে সন্তানদের সাথে আলোচনা করা। তাহলে সন্তানদের তারা সত্যিকার মানুষ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। কাজেই অভিভাবকই সন্তানের সবচেয়ে বড় শিক্ষক।

—মোঃ ইলিয়াস মিঞ্চু